আমি ও আমার ভালোবাসা

ইশরাত জাহান

আমায় আর খুঁজো না
হাজারো মানুষের ভীড়ে!
আমারে পাবে তুমি শত কোটি মানুষের
স্বপ্নীল ভালোবাসার নীড়ে।

হিংসাগুলো ভালোবেসে তাই
করতে চেয়েছি জয়,
অন্যের দু:খে ঝাঁপিয়ে পড়তে
করি না তাইতো ভয়।

লোভগুলো সব খাঁটি হলো
পুড়ে ন্যায়ের অনলে,
মিথ্যাগুলো সব বন্দী করছি
সত্যের নির্মল আগলে।

আমারে পাবে তুমি শাহাজাহানের
তাজমহলের ভালোবাসার কীর্তিতে;
আমারে পাবে তুমি না বলতে পারা
হাজারো সত্যের আকুতিতে।

আমি মিশে আছি মধুসূদনের
সৃষ্ট অমর কীর্তিতেই
আমি কথা বলি কাজী নজরুলের
বিদ্রোহী ভাষাতেই!

তবুও বেঁচে রই হারানো ছেলের
বুকে ফিরে আসার আশাতেই;
আমি প্রাণ খুঁজি রবি ঠাকুরের
ছোট গল্পের নেশাতেই!

সত্যিকারের মানুষ খুঁজি মুক্তিযোদ্ধাদের ভালোবাসা,শ্রদ্ধা আর ত্যাগে,
বাঙলারে আমি শতরূপে দেখেছি
জীবনান্দের চোখেতেই!

নিজেরে খুঁজেছি শত দু:খী মানুষের
দুর্ভিক্ষে পোড়া ব্যথাতেই,
বার বার আমি রুখে দাঁড়িয়েছি
কত জ্ঞানী শিল্পীর গানে!

থেমেছি যখন,আমার দেশের সবুজ নীলিমা
সজীবতা ছড়িয়েছে প্রাণে,
আমি হেসেছি বারে বারে যখন সত্যের হয়েছে জয়,
না পাবার ব্যথায় কেঁদেছি,যখন প্রাপ্য আমার নয়!

সব অন্যায় প্রতিবাদে
আমি হয়েছি জোড়ালো শ্লোগান,
দেশের জন্য যেকোন শর্তে বাজী
রাখতে পারি আজকে আমার প্রাণ!

আমি যুগে যুগে হয়েছি
জুলুমের শক্ত হাতিয়ার,
আমি প্রতিহত করেছি
দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার।

আমি বাউলের গান হয়ে তুলে ধরেছি
এই সবুজ সরল বাঙলার কথা,
বাঁশির সুরে দূর করেছি
অনেক না পাওয়া ব্যথা!

আমি ইচ্ছে শক্তির পবনে
চড়ে যেতে পারি বহু দূর,
বন্ধু, তোমার ভালোবাসার গানেই
মিলাতে এসেছি সুর।

আমায় খুঁজে পাবে তুমি অকুতোভয়
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার বাঁশেতে,
আমার খুঁজে দেখো,পাওনি তবে!
মিশে আছি সুদ ও ঘুষখোরদের ত্রাশে!

আমি মিশে আছি আমার বাঙলার
কৃষকের ঘামে ভেজা হাসিতে,
আমি আছি মিশে লাল সবুজের
মুঠো মুঠো ওই স্বপ্ন রাশিতে!

আমি যুগে যুগে বেগম রোকেয়ার
হয়েছি জ্ঞানের আলো,
সব প্রতিকূলতায় জীবন শিখিয়েছে,
অন্যকে রাখতে ভালো।